ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

একে অপরের হাত ধরে ফের পর্দায় কিয়ারা-সিদ্ধার্থ

পৃঃ ৫

প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে থাকবেন নেইমার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৩ ● কলকাতা ● ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৭ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জয়নগরের প্রতিমা জয়ের নিশ্চিত দিকে এগিয়ে দিচ্ছে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জয়নগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী জিততে পারতেন, যদি সাংগঠনিক সভাপতি পরিকল্পনা মাফিক এগোতেন। অন্যদিকে ভোট পরবর্তী হিংসার বেশ কয়েকজন ঘর ছাড়া তাদেরকে বাড়ি ফেরাতে পারলেই নিশ্চিত জয় ছিল বিজেপির।

গত লোকসভা নির্বাচনে মুলত লড়াই হয়েছিল টিএম সি প্রার্থী সাংসদ প্রতিমা মন্ডল এর সাথে বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক কান্ডারী-র মধ্যে। টি এমসি ৫৬.১৩ এবং বিজেপি ৩২.৭৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, আর এস পি পেয়েছিল ৫ শতাংশের কিছু বেশী ভোট। এবার নির্বাচনী ময়দানে প্রবল ভাবে আছে আই এস এফ , লোকসভা কেন্দ্রের মুশ্লিম জনতা আই এস এফ এর পক্ষে ঝাঁপিয়ে পরেছেন। টিএমসি প্রার্থী বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভের সন্মুখীন হচ্ছেন, সাধারন মানুষের একটিই প্রশ্ন গত ১০ বছরে সব দল নেতাকর্মীরা কোথায় ছিলেন? সর্বোচ্চ সাংসদকে তেমনি ভাবে দেখা মেলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রেই সাংসাদের আনাগনাও ছিল ক্যানিং মহকুমা। টিএমসির সঙ্গে ঘুরলেও সাধারণ মানুষের মনের জায়গা ছিল বিজেপির দিকে, তবে একশ্রেণীর দালাল সাংবাদিকদের প্রবনে বিজেপির প্রার্থী অশোক কান্ডারী সেটাই বুঝতেই পারছে না। সেই কারণে ই তার হার নিশ্চিতের দিকে এগোচ্ছে, অন্যদিকে স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বাবুর পক্ষে সহানুভুতির শীতল হাওয়া জয়নগর কেন্দ্রে বইছে, তার সাথে মোদীজীর উন্নয়নের জোয়ার, মানুষের মনে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘরবাড়ি লুটের ভয় আছে, তাই মানুষ সাহস করে এগোতে পারছে না। তবে ভোট পরবর্তী হিংসায়

এরপর ৩ পাতায়

রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে একের পর এক তোপ দেগে চলেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের কক্ষ থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে একের পর এক তোপ দেগে চলেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । নিত্যদিনই তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করতে দেখা যায় তমলুকের বিজেপি প্রার্থীকে। এবার যেমন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন তিনি।সম্প্রতি আবার তমলুকে দাঁড়িয়ে অভিজিৎকে 'দেশদ্রোহী' বলেছেন অভিষেক। সেই বিষয়ে প্রাক্তন বিচারপতিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুর্বৃত্ত আমায় দেশদ্রোহী বলছেন, তাতে আমার উত্তর দেওয়ার মতো কিছু নেই। অভিষেক নিজে কী করেন? ওনার কীসের ব্যবসা? কেউ জানে? অত কোটি টাকার বাড়িটা কোথা থেকে আসে? লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কী ব্যবসা? আজ অবধি উত্তর দিতে পেরেছে? কীসের কনসালট্যান্সি করে? চুরির কনসালট্যান্সি? এছাড়া কী করে?'ভোটের আবহে জনপ্রিয় একটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। সেখানে তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যেবাদী একটা একটা মিথ্যেবাদীর বাচ্চা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেছেন আমি তার ওপর নির্ভর করে কোনও উত্তর দেব না। কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? হরিদাস পাল একটা'।

এরপর 'চাকরি বিক্রি' নিয়ে সরব হন অভিজিৎ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে করা মন্তব্যের রেশ টেনে প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'কত রেটে চাকরিগুলো বিক্রি করেছেন? ২০২১ সাল থেকে তাঁরা জানতেন যে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। কেন তিনি আটকাননি? কারণ সেখানে তাঁর ইন্টারেস্ট ছিল। চাকরি বিক্রি থেকে তিনি লাভবান হয়েছেন। নিশ্চয়ই হয়েছেন। তিনি এবং তাঁর ওই ছ্যাঁচড়া ভাইপো! এই জন্যই আমি রেট জানতে চেয়েছি'।

এরপর কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর মিলে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন অভিজিৎ। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'কালীঘাটের কাকু কী বলেছেন? তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তো মিলে গিয়েছে। এবার দেখুন কী বেরোয়। কার কার নাম আসছে না আসছে। একজন জেলযাত্রী, ক্রিমিনালের কথার আমি উত্তর দেব?' তাহলে কি চব্বিশের লোকসভা ভোটের পরেই জেলে যাবেন তৃণমূল সেনাপতি? প্রশ্ন করা হয় বিজেপি প্রার্থীকে। জবাবে বলেন, 'অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। যে কোনও দিন তাঁর জেলযাত্রা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেটাই আমি বলেছি'।

বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বসুকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি কল্যাণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ার-উল-আজিমকে খুনের নেপথ্যে রয়েছে তাঁরই বাল্যবন্ধু। বাংলাদেশে বসেই কষা হয়েছিল তাঁকে খুনের ছক, কলকাতায় এসে এমনই জানালেন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান। আনোয়ারের খুনিদের গ্রেফতার করা হলেও, এখনও পর্যন্ত দেহাংশ মেলেনি আজও ভাঙড়ের বাগজোলা খালে তল্লাশি চলছে।এর আগে, গতকাল প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চলে। নামানো হয় ডুবুরি। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার জাল ফেলেও দেহাংশ খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই লাভ হয়নি। আজ সকাল থেকেও নতুন করে তল্লাশি শুরু হয়েছে। আখতারুজ্জামানের সঙ্গে আনোয়ারের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকেই তাঁকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে মনে করছেন তদন্তকারীরা।সেই আবহেই কলকাতায় এসে সাংসদ খুন নিয়ে তথ্য দিলেন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান। (Anwarul Azim) রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আধিকারিকরা। পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি আধিকারিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সেদেশের গোয়েন্দা প্রধান বলেন, "এই অপরাধের ষড়যন্ত্র হয়েছে বাংলাদেশেই। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতায় খুন করা হয়েছে। দেহ লোপাট করতেই টুকরো করে কেটে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দিয়ে হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া মেনে এগোতে চাই আমরা। কলকাতা পুলিশের

এরপর ৩ পাতায়

টালিগঞ্জ অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের

পর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যাত্রী পরিষেবা

সারাদিন : ক্রমশ রুদ্ররূপ ধারণ করছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে আংশিক বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। টালিগঞ্জ অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের পর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যাত্রী পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার আমজনতা। তবে টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড় রেমালের ল্যান্ডফলের সময় যত এগোচ্ছে রাজ্যজুড়ে খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির সঙ্গে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তিন জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হবে। রবিবার প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। অন্যান্য জেলায় বাতাসের গতিবেগ থাকতে পারে ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার। সেকথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ফেরি সার্ভিসও বন্ধ। এবার ঘূর্ণিঝড়ের থাবায় ভোগান্তির শিকার মেট্রোযাত্রীরাও। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। মনে করা হচ্ছে, টালিগঞ্জের পর থেকে মেট্রো লাইন আর ভূগর্ভস্থ নয়। উপর দিয়ে যাতায়াত করে মেট্রো। তাছাড়া আশেপাশে রয়েছে গাছপালা। সেক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণেই বন্ধ করা হচ্ছে বলেই অনুমান। যদিও মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে পরিষেবা বন্ধের কারণ হিসাবে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এই রুটটিতে কখন আবার পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি। টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা অবশ্য স্বাভাবিক রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় রেমাল জন্য বাতিল হলো

শুভেন্দু, সুকান্ত, মমতার সভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল । রবিবার সকাল থেকে অল্পবিস্তর 'খেল' দেখাতে শুরু করেছে এই সাইক্লোন। ল্যান্ডফল হতে এখনও কিছুটা দেরি হলেও, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টিবাদল শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে আজ তিনটি সভা বাতিল করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী।এদিকে আজ বাদুড়িয়ার সভায় বক্তব্য রাখার সময় সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে আনেন অভিষেক। তৃণমূল নেতা বলেন, ৪ মে সন্দেশখালির আসল সত্যি সবার সামনে চলে এসেছে। সে কারণে আমি মনে করি সেদিনই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের আসল ফলাফল বেরিয়ে গিয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে ভিডিওয় বলতে দেখা গিয়েছে, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের কথায় মহিলাদের ২০০০ টাকার বিনিময়ে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ এনে পশ্চিমবঙ্গের ৫ কোটি মহিলার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়েছে।বাতিল হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পদযাত্রাও।

আজ পাথরপ্রতিমা, মন্দিবাজার এবং কাকদ্বীপে সভা ছিল শুভেন্দুর । তবে খারাপ আবহাওয়া এবং কর্মী সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে সেই সভা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে বিকেল ৪টে নাগাদ যাদবপুরের জোড়াফুল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে হরিনাভি মোড় থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন অবধি একটি পদযাত্রা ছিল তৃণমূল নেত্রীর। সেটি বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে দলের

এরপর ৩ পাতায়

নন্দীগ্রাম নিয়ে কার্যত কোনও কথাই

এ দিন বলতে দেখা যায়নি অভিজিৎকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচারপতির পদ ছেড়ে সদ্য রাজনীতিতে আসা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য অত্যুক্তি নয়। তবে শনিবার তমলুকে ভোটের দিন তাঁর মেজাজে অন্তত শিক্ষানবিশ রাজনীতিবিদের ছাপ ধরা পড়েনি। সকাল থেকে একেবারে হিসাব কষে বিভিন্ন বুথে গিয়েছেন। কোথাও দু'দণ্ড থেকেই বেরিয়ে এসেছেন, কোথাও ছাপ্পা দিতে আসার অভিযোগ শুনে কয়েক জন যুবককে সহযোগীদের দিয়ে তাড়া করিয়েছেন।

তবে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, তৃণমূল সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখিয়ে একদিকের পথ আটকে রাখলেও আর এক দিকের রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ এসেছেন এবং নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে গিয়েছেন। তবে কি বিরোধীর গড়ে নিজের দলের ভোট যাতে নিশ্চিত থাকে, সেই ছকে বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি? এখানেও শব্দে উত্তর নেই, শুধু মুচকি হাসি। এই ঘটনার পরে হলদিয়া হাসপাতাল ঘুরে মহিষাদল পার্টি অফিসে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন, দুপুরের খাবার খেয়েছেন। একটু জিরিয়ে আবার বেরিয়ে ময়না বৃন্দাবনচকে গিয়েছেন। দলীয় প্রার্থীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে শুনে হাজির হয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে শান্ত ভাবে কথা বলেছেন, সমাধান না হওয়া ইস্তক ওই পাড়ার রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে চাতালে বসে থেকেছেন। শেষ বেলায় ভোটের ফলাফল কী হবে, তা নিয়েও সাবধানী মন্তব্য শোনা গিয়েছে অভিজিতের গলায়। বলেছেন, 'ফলাফল নিয়ে আমি কোনও পূর্বাভাস করি না।'আবার তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে নির্লিপ্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। বুথে ঘোরার মাঝে হলদিয়ার মাখনবাবুর বাজারে গুমটি কচুরির দোকানের সামনে চেয়ার পেতে সেরেছেন প্রাতরাশ। পরিচিত সাংবাদিক, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করেছেন। পথচলতি মানুষের সঙ্গে যেচে কথা বলে জনসংযোগও করেছেন।এ সব দেখে রাজনৈতিক মহলের অন্দরেই গুঞ্জন, অভিজিৎ কি নিজ বুদ্ধিতেই এমন খাঁটি রাজনৈতিক আচরণ করেছেন, নাকি আড়ালে মন্ত্রণাদাতা অন্য কেউ? বিশেষ করে প্রবল রোদে বুথে ঘোরার সময় মাথা ঠান্ডা রাখা কিংবা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে একেবারে চাপমুক্ত থাকার অভ্যাস পোড়া খাওয়া রাজনীতিবিদ ছাড়া

এরপর ৩ পাতায়

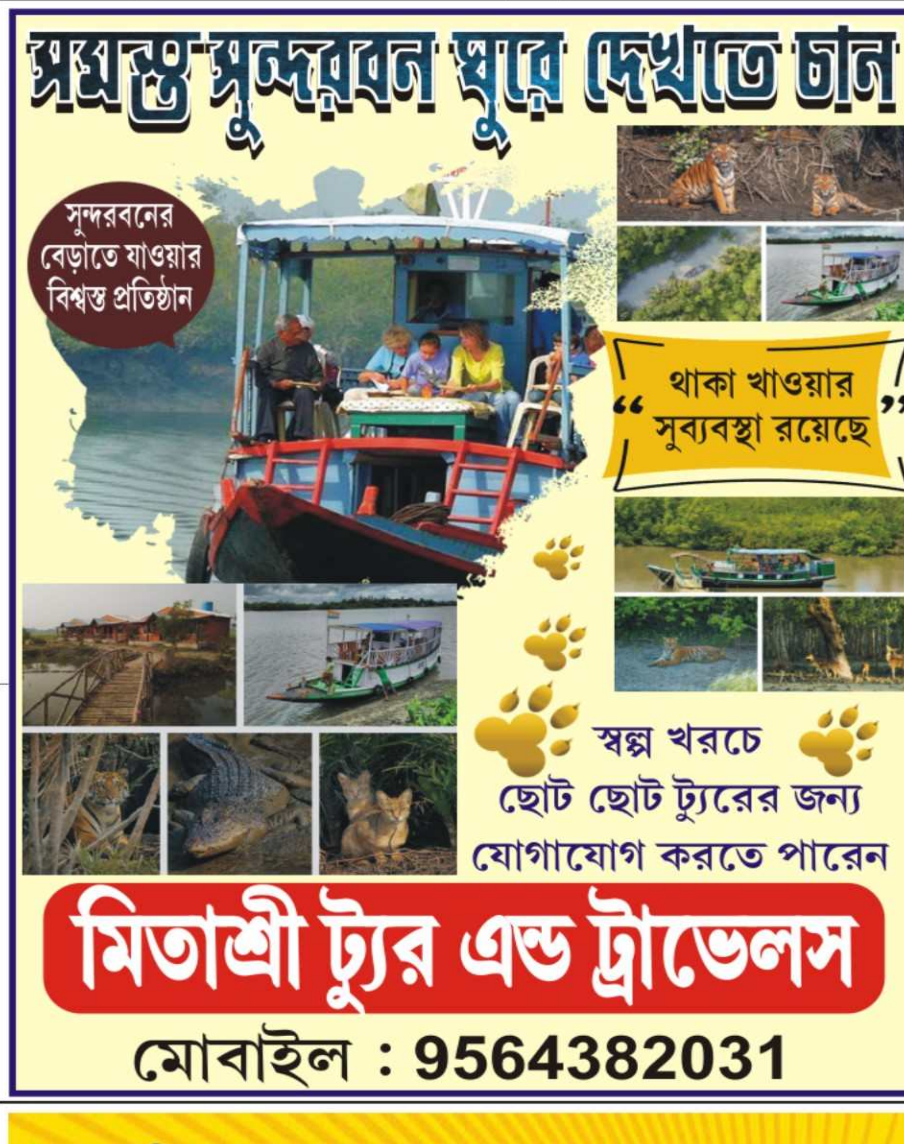

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে সতর্কতায়

প্রচারভিযান নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ

ব্যারাকপুর : নিউজ সারাদিন : আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী রেমাল ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভাগে রবিবার গভীর রাতে আছড়ে পড়বে। সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রচারভিযান করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ।শহরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মাইকিং করে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ জানায় ঝড়ের সময় বাড়ির মধ্যে থাকুন। বিশেষ করে মজবুত ও পাকা বাড়ি তে আশ্রয় নিন। ঝড়ের সময় কোনো বৈদ্যুতিক তার রাস্তায় পড়ে থাকলে তাতে হাত দেবেন না। বৃষ্টির জমা জলে কোনো বৈদ্যুতিক তার পড়ে থাকলে সেই রাস্তা এড়িয়ে চলুন। বড়ো গাছের নীচে থাকবেন না। মাইকিং করে সতর্কতা মূলক প্রচারভিযান করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে,'

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর এমনই মন্তব্য করলেন মিনাখাঁর বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর এমনই মন্তব্য করলেন মিনাখাঁর বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে সভায় না যোগ দেওয়ায় তৃণমূল নেত্রীর রোষে পড়েন মিনাখাঁর বিধায়ক। ঊষারানি মণ্ডল ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিজেপি যোগের অভিযোগ তুলে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূলনেত্রী।আবদুল খালেক মোল্লাকে এলাকার 'ডন, তোলাবাজ' বলে তিনি কটাক্ষ করেন। বলেন, 'আবদুল খালেক মোল্লা ও ব্লক সভাপতি ফরিদ জমাদার দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে হেনস্থা করে আসছেন। বসিরহাটের সংগ্রামপুরে হাজী নুরুলের কর্মিসভায় আবদুল খালেক মোল্লা বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলকে গালাগালি করেন। তখনও মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে সুজিত বসু থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্বরা কোনও প্রতিবাদ করেনি। আমার আত্মসম্মান রয়েছে। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় উপস্থিত হতে পারিনি। একাধিকবার জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি, কর্ণপাত করেননি। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালবাসি, ১৯৯৮ সাল থেকে দল করি। তাই দল যদি আমাকে মেনে না নেয় একজন পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করব এবং নিজের কর্মজীবন নিয়ে থাকব।'যতক্ষণ সে ক্ষমা না চাইবে, পায়ে না ধরবে, ততক্ষণ ঊষারানি মণ্ডলকে আমরা মানি না। আমরা মানি না... মানি না...। বিজেপির সাথে যাঁরা আঁতাঁত করে, তাঁর সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। হয় পায়ে ধরে ক্ষমা চান, না হলে দল থেকে বিদায় নিন।' শনিবার, এভাবেই কড়া ভাষায় মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ষষ্ঠ দফার ভোট চলাকালীন সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটের প্রচারে বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে হাড়োয়ায় গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের নির্বাচনী প্রচার সভায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত থাকলেও, গরহাজির ছিলেন মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল। দলীয় প্রার্থীর প্রচারসভায় দলেরই বিধায়কের অনুপস্থিতিতে রুষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়। তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিজেপি-যোগের অভিযোগ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'হাড়োয়া এবং এই মিনাখাঁয় মনে রাখবেন দল আসল, ব্যক্তি আসল নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের গখত্র থাকবেন আর মিটিংয়ে আসবেন না, মনে রাখবেন তাঁর সাথে দলের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আমি আজই বলে গেলাম, আপনাকে নিয়ে দল চলবে না।'বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্র। ২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ঊষারানি মণ্ডল। জয়ের হ্যাটট্রিক করা সেই বিধায়কই পড়লেন তৃণমূলনেত্রীর রোষে। এনিয়ে আজ প্রতিক্রিয়া দেন তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এই ভুল বুঝিয়েছেন জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। পাশাপাশি হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও তৃণমূলের যুব সভাপতি আবদুল খালেক মোল্লা।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন লাগোয়া

বিস্তৃত অঞ্চলের পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর এমনই মন্তব্য করলেন মিনাখাঁর বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে সভায় না যোগ দেওয়ায় তৃণমূল নেত্রীর রোষে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালবাসি, ১৯৯৮ সাল থেকে দল করি। তাই দল যদি আমাকে মেনে না নেয় একজন পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করব এবং নিজের কর্মজীবন নিয়ে থাকব।'যতক্ষণ সে ক্ষমা না চাইবে, পায়ে না ধরবে, বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিজেপি-যোগের অভিযোগ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'হাড়োয়া এবং এই মিনাখাঁয় মনে রাখবেন দল আসল, ব্যক্তি আসল নয়। তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

উত্তরপ্রদেশের ১৬ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বসপা সুপ্রিমো

ক্ষয়ক্ষতির যাদের হয়েছিল তাদের কাছে এখানে বিজেপি দল সেভাবে ছিল না। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে আজও অনেক ভোট পরবর্তী হিংসাতে ঘরছাড়া অবস্থায় বাইরে পড়ে রয়েছে। বিজেপির প্রার্থী কাছে খবর থাকলেও সে কথায় কর্ণপাত করছে না। তবে টিএমসির কিছু স্বার্থবাজ এলাকার গুন্ডা ও মাতব্বররা ভিতরে অশোক কান্ডারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, ফলস্বরূপ অশোক কান্ডারী লড়াই অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করছে অশোক কান্ডারী। তবে সেটা হবে না বিজেপির মধ্যে ক্ষোভের দানা মেরেছে,সেই কারনে প্রতিমা জয়ের নিশ্চিত দিকে এগোচ্ছে একটু একটু করে।

জয়নগর কেন্দ্রে ভোটার যখন প্রতিমা বিসর্জনের জন্য তৈরী প্রহরী ছিল সাধারণ জনগণ গোপনে, সেই পালস বুঝতে পারছে না বিজেপি।ঠিক সেই সময় বিজেপি জেলা সভাপতি এবং নির্বাচন পরিচালন কমিটির বালসুলভ সিদ্ধান্ত এবং কর্মসুচীর ফলে ডাক্তার বাবুর জয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই বলেই মনে হয়। জেলা সভাপতি এবং লোকসভা কনভেনর এর নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই,তেমনি জেলা সভাপতি জনভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। তবে উনি অমিতাভ চক্রবর্ত্তীর স্নেহধন্য। বিজেপির প্রার্থীর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত, যেখানেই যাচ্ছেন বিপুল সমর্থন পাচ্ছেন,কিন্তু দলীয় গেরোর কারনে কর্মী-সমর্থকদের চাহিদা মতো প্রচার সামগ্রী সরবরাহ করতে পারছেন না। সব চাবি-কাঠি জেলা সভাপতির নিয়ন্ত্রনে। সুদুর দ্বীপ গুলোতে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতে পারলে প্রতিমা বিসর্জন শুধু সময়ের অপেক্ষা। মন্ডল সভাপতি বা বুথ সভাপতিদের টাকা দিয়েই, জেলা সভাপতি মনে করছেন তিনি মহান কাজ করেছেন। বুথ কর্মীদের এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতাদের অন্ধকারে রেখে, প্রতিমা বিসর্জন সম্ভব নয়। টি এম সি থেকে আই এস এফ ভোট কাটবে, টি এম সি এবং সিপিএম থেকে কিছু সংখ্যক ভোট বিজেপি ঝুলিতে যাবে, এটা নিশ্চিত বলা যায়। জয়নগরের জনতা চাইছে প্রতিমা বিসর্জন, বিজেপি নেতারা কি চাইছেন ? এটাই লক্ষ টাকার প্রশ্ন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি যা প্রতিমা বিসর্জন না হয়ে প্রতিমা মন্ডল জয়ী হতে চলেছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার ভোটে প্রতিমা মন্ডল ক্যানিং পূর্ব থেকে জিতে যাবে বলে তেমনি ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ার-উল-আজিমকে খুনের নেপথ্যে রয়েছে তাঁরই বাল্যবন্ধু

কাছে এসেছি আমরা, তাঁদের সহযোগিতা চাইব।" বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান আরও বলেন, "আমাদের দেশের আসামি যে কথাগুলি বলেছেন, কোথায় কোথায় গিয়েছেন, সেগুলি যাচাই করব আমরা। আখতারুজ্জামান এই পরিকল্পনার মাস্টারমাইন্ড, মদতদাতা। এখান থেকে ১০ তারিখ চলে যায় সে। বাংলাদেশ থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে কাঠমান্ডু, কাঠমান্ডু থেকে দুবাই হয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছেন। বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাঁকে কীভাবে হাতে পাওয়া যায়, সেই নিয়ে কথা চলছে।" বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ার-উল-আজিমকে খুনের ঘটনায় কসাই গ্রেফতার হলেও এখনও মেলেনি দেহ। গতকালের পর আজও ভাঙড়ের বাগজোলা খালে তল্লাশি চালাচ্ছে CID. গতকাল যে জায়গায় তল্লাশি চলেছিল, সেখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে ভাঙড়ের সাতুলিয়া ব্রিজের কাছে চলছে তল্লাশি। নৌকায় চড়ে খালের মাঝখানে গিয়ে জাল ফেলা হবে বলে CID জানিয়েছে, তার জন্য আনা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জাল টানা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে নৌকা করে খালের মাঝে গিয়ে হাত জাল ফেলা হবে বলে পুলিশ সুত্রে খবর। পর পর দু'দিন নিরাশ হয়ে ফেরার পর আজ জায়গা পরিবর্তন করা হয়েছে।

পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা এগিয়ে আসছে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার: নিউজ সারাদিন : সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকেই মানুষ জানতে চেয়েছে তার সৃষ্টির আদি রহস্য। যদিও মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পৃথিবীর নিজ বয়সের তুলনায় সামান্যই।পৃথিবী সৃষ্টির শুরুর দিকে কোনো পাথর টিকে নেই, তাই সঠিক করে বলা সম্ভভ নয় কখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ধারণা করা হয় সৌরজগৎ সৃষ্টির মোটামুটি ১০০ মিলিয়ন বছর পর একগুচ্ছ সংঘর্ষের ফল হলো পৃথিবী। আজ থেকে ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামের গ্রহটি আকৃতি পায়, পায় লৌহের একটি কেন্দ্র এবং একটি বায়ুমণ্ডল। আধুনিক বিজ্ঞানমতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে। আর পৃথিবী তৈরি হয়েছে তার বহু পরে। মোটামুটি ৪৬০ কোটি বছর পর। এর মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা কমেছে। বায়ুমণ্ডলের রূপান্তর ঘটেছে। ক্রমে ক্রমে বদলেছে ভূপৃষ্ঠের গঠন, অনুভূত হয়েছে প্রাণের স্পন্দন। বাতাসে যুক্ত হয়েছে অক্সিজেন। কালক্রমে পৃথিবী হয়ে উঠেছে প্রাণধারণের উপযোগী।পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী কূলের সৃষ্টি কিভাবে হলো? জানা গেছে তার ইতিহাস একটু বলি,মোটামুটি ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে সালোকসংশ্লেষণ থেকে আসে প্রথম অক্সিজেন। পাথরের ওপরে জন্মানো সায়ানোব্যাকটেরিয়া বা নীলচে সবুজ শ্যাওলা থেকে প্রথম অক্সিজেন আসে। তবে এটা আসলে ভালো কিছু করেনি। এই অক্সিজেনের উপস্থিতির কারণে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া মরে যায় যারা অক্সিজেন এর উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। আর এভাবে ২.৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে অক্সিজেন অনেক বেশি বেড়ে যায় যাকে বলে হয়ে থাকে "এৎবধঃ ঙীুমবহধঃরড়হ ঊাবহঃ"। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কিংবা পৃথিবীর জন্মকথা নিয়ে বহু রকমের ধারণা, বিশ্বাস, অনেক কাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বিগত দু' শতকের বিজ্ঞান গবেষণা আজ পৃথিবীর জন্ম সম্পর্কে এমন সমস্ত তথ্য দিচ্ছে যা অষ্টাদশ শতকেও কল্পনার অতীত ছিল। বস্তুজগৎ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি --- বিজ্ঞান যত সহজে আজ এ কথা বলতে পারে, দু' বছর আগে তা বলা তত সহজ ছিল না। প্রজাতি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এদের বিবর্তন হয়। দশ বছর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে ডারউইন উপনীত হলেও, বিশ বছর কাল সেই সত্য গোপন করতে হয়েছিল তাঁকে। কেননা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ তাঁরই পিতৃপুরুষ শিম্পাঞ্জি কিংবা গোরিলা, এটা তৎকালীন সমাজ যে মেনে নিতে পারবে না, তা ডারউইন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্রুনো, কোপার্নিকাস কিংবা গ্যালিলিওর জীবনী থেকে রক্ষণশীল সমাজের এই বিরোধিতা সম্পর্কে আজ অনেকটাই আমরা ধারণা করতে পারি।ডারউইনের জন্মের পর দু'শো বছর পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক তথ্য। আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের আদি পুরুষদের নানা জীবাশ্ম। পৃথিবীর বিবর্তনের সমস্ত ইতিহাস এখানে আমরা বর্ণনা করব না, বলব শুধু মানুষের কথা অর্থাৎ আধুনিক মানুষের জন্মবৃত্তান্ত। জেনে নেব আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখতে কেমন ছিল, কবে কোথায় কেমন চেহারার মানুষ দেখা দিয়েছিল, তারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে পৃথিবী আবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, আর মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ কখন যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে সে কথা আমরা কেউ বলতে পারি না। যাইহোক পৃথিবী ধ্বংস কিছু তথ্য আপনাদের সাথে পরিবেশন করছে।পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে বড় বিলুপ্তির ঘটনা ঘটে আজ থেকে ২৫২ মিলিয়ন বছর আগে পারমিয়ান পিরিয়ডে। মাত্র ৬০ হাজার বছরের মাঝে প্রায় ৯০ শতাংশ জীবের বিলুপ্তি ঘটে। ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে ক্রেটেশাস পিরিয়ডে বিলুপ্তি ঘটে ডায়নোসর সহ ৮৫ শতাংশ জীবের। পারমিয়ান পিরিয়ডে এই বিলুপ্তির কারণ ছিলো সাইবেরিয়ায় এক বিশাল অগ্ন্যুৎপাত। পরিবেশ পরিবর্তনের কারণেও বিলুপ্তি ঘটতে দেখা গেছে। ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে বড়সড় একটা তুষার যুগের কারণে বিলুপ্তি ঘটে ৭৫ শতাংশ জীবের। পরেও সমস্ত মানব জাতি ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল দেখে এগিয়ে আসছে । তবে বিশ্বের মানবজাতির কাছে একথা সত্য যেমন ,তেমনি ও মিথ্যা বলে অনেকেই ভেবে নিচ্ছে।কেন আপনারা সবই জানেন ,তাও স্মরণ করিয়ে দিই।একাধিক গ্রহাণুর পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষ হয়নি। কোনও ক্ষতি হয়নি পৃথিবীর। আর মানবসভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কার কথাও উঠেছিল। গুজব ছড়িয়েছিল, ১৯ নভেম্বর ২০১৭ সালেই পৃথিবীতে মানবজাতির শেষদিন। ওই দিনই 'নিবিড়'- বা 'প্ল্যানেট এক্স' নামে একটি গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে পৃথিবীর। কিন্তু বাকি সব কিছুর মতো এটিও মিথ্যে প্রমাণিত হয়। ওই বছরই ১৫ অক্টোবর পৃথিবীর শেষের দিন, এমন গুজবও ওঠে। কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয় তাও। এর পরেও আবার গুজব নয় তো, সত্যিই কি পৃথিবী ধ্বংসের মুখে? এসব পোস্টে মানবজাতিকে ভাবিয়ে তুলছে বারবার! নিয়ে এক রহস্যময় ইতিকথা আজ আমার কলমে।একদিন পৃথিবী যে ধ্বংস হবে এটা চিরন্তন সত্য। তবে কখন ধ্বংস হবে মহান সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ভালো জানেন। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা চিত্রপট সর্বদা আমাদের মাঝে জাগ্রত। আমরা সবাই জানি, এই সুন্দর পৃথিবী একদিন আর থাকবে না। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রাকৃতিক কিছু কারণ ..। ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্যোগ বা গ্রহাণুর প্রচণ্ড আঘাতের মতো বড় কোনো বিপর্যয় না ঘটলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে আরও প্রায় ১৭৫ কোটি বছর পর্যন্ত। যুক্তরাজ্যে নতুন এক গবেষণার ভিত্তিতে একদল বিজ্ঞানী এই দাবি করেছেন। অ্যাস্ট্রোবায়োলজি

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন লাগোয়া বিস্তৃত অঞ্চলের পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ

কংগ্রেসের MLA থাকবেন আর মিটিংয়ে আসবেন না, মনে রাখবেন তাঁর সাথে দলের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আমি আজই বলে গেলাম, আপনাকে নিয়ে দল চলবে না।'বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্র। ২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ঊষারানি মণ্ডল। জয়ের হ্যাটট্রিক করা সেই বিধায়কই পড়লেন তৃণমূলনেত্রীর রোষে। এনিয়ে আজ প্রতিক্রিয়া দেন তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এই ভুল বুঝিয়েছেন জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। পাশাপাশি হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও তৃণমূলের যুব সভাপতি আবদুল খালেক মোল্লা।'

২ পাতার পর

নন্দীগ্রাম নিয়ে কার্যত কোনও কথাই এ দিন বলতে দেখা যায়নি অভিজিৎকে

সাধারণ মানুষের থাকে না। উপরন্তু, অভিজিৎকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন যে, খুব সহজেই রেগে যান তিনি। খোদ বিচারপতির চেয়ারে বসেও তাঁর রুদ্রমূর্তি বহুবার দেখা গিয়েছে। তিনি এ দিন এত শান্ত কী ভাবে? জবাবে শুধু মুচকি হেসেছেন।তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এ দিন তমলুক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিজেকে হলদিয়া, ময়না, মহিষাদলের মতো কয়েকটা জায়গাতেই আটকে রেখেছিলেন। নন্দীগ্রামে যাননি। সেখানে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। নন্দীগ্রাম নিয়ে কার্যত কোনও কথাই এ দিন বলতে দেখা যায়নি অভিজিৎকে। বরং শেষবেলায় বলেছেন, 'পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ শিশির অধিকারী। এখন তাঁর জুতোয় পা গলিয়েছেন ছেলে শুভেন্দু। মেদিনীপুরের উপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ আছে।'ভোর পাঁচটা নাগাদ রামতারকের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অভিজিৎ। তার পর সকালেই হলদিয়ার দু'টি জায়গায় অভিজিৎকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল সমর্থকেরা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একদা জেহাদ ঘোষণা করা বিচারপতিকে সাতসকালে ভোট শুরুর আগেই 'চোর চোর' বলে আওয়াজ দিয়েছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তবে সে সব শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তিনি। নির্বাচন কমিশনে ফোন করিয়ে বাহিনী এনে ভিড় সরিয়েছেন। বুথে বিজেপি এজেন্টকে বসতে না-দেওয়ার অভিযোগ শুনে গিয়ে এজেন্ট বসিয়ে এসেছেন। কথা না শোনায় নিজের দলের এজেন্টকে বকুনিও দিয়েছেন।বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ খবর আসে হলদিয়া ভবানীপুর শান্তিশ্রী বিবেকানন্দ কন্যা বিদ্যামন্দিরে ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা হচ্ছে। নিজের রক্ষী এবং সহযোগীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছন অভিজিৎ। বুথ ঘুরে বেরিয়েই দেখা যায়, ভোটার কার্ড ছাড়া ভোটকেন্দ্রের কাছে ঘুরঘুর করছেন তিন যুবক। বিজেপি প্রার্থীর সহযোগীরা চেপে ধরতেই হাত ছাড়িয়ে মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে পালান ওই তিন জন। তার পরেই তৃণমূল কর্মীরা জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সেই বিক্ষোভের মুখে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন অভিজিৎ। তাঁকে ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকে। একসময় অভিজিৎকে বিড়বিড় করে বলতে শোনা যায়, 'চাইলে দু'মিনিটে ভিড় পাতলা করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমি দেখছি, কত বাড় এরা বাড়তে পারে!' পরে অবশ্য বাহিনী ডেকে সেই ভিড় পাতলা করেছেন।

২ পাতার পর

ঘূর্ণিঝড় রেমাল জন্য বাতিল হলো শুভেন্দু, সুকান্ত, মমতার সভা

সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রোড শো-ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ক্যানসেল করা হয়েছে। আজ বিকেলে মেটিয়াবুরুজে একটি রোড শো করার কথা ছিল তৃণমূল সেনাপতির। তবে সেটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোড শো ক্যানসেল হলেও অভিষেকের জনসভা কিন্তু হয়েছে। আজ উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ায় সভা করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। একইরকমভাবে মমতার পদযাত্রা বাতিল হলেও সোনারপুর এবং যাদবপুরে তাঁর সভা ক্যানসেল হয়নি। তবে আবহাওয়ার যা 'মুড' দেখা যাচ্ছে তাতে শেষ অবধি সেই সভা হয় কিনা সেটাই দেখার। অভিষেকের সংযোজন, ভোট ঘোষণার পর বসিরহাটে সভা করতে এসেছিলাম। বলেছিলাম, ডায়মন্ড হারবারে জয়ের ব্যবধান ৪ লক্ষ এবং আপনাদের ৩.৫ লক্ষ করতে হবে। এটা বহিরাগতদের বিতাড়িত করার লড়াই। আপনারা শুনেছেন, বিজেপি নেতারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করতে চায়। সেই টাকা দ্বিগুণ কয়া হয়েছে। বিজেপি বলছে এই টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে আমরা বলছি, তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন আছে ততদিন অবধি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমরা বুক দিয়ে আগলে রাখব। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী চাইলেও এটা বন্ধ করতে পারবেন না।

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে সতর্কতায় প্রচারভিযান নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ

ব্যারাকপুর : নিউজ সারাদিন : আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী রেমাল ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভাগে রবিবার গভীর রাতে আছড়ে পড়বে। সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রচারভিযান করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। শহরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মাইকিং করে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ জানায় ঝড়ের সময় বাড়ির মধ্যে থাকুন। বিশেষ করে মজবুত ও পাকা বাড়ি তে আশ্রয় নিন। ঝড়ের সময় কোনো বৈদ্যুতিক তার রাস্তায় পড়ে থাকলে তাতে হাত দেবেন না। বৃষ্টির জমা জলে কোনো বৈদ্যুতিক তার পড়ে থাকলে সেই রাস্তা এড়িয়ে চলুন। বড়ো গাছের নীচে থাকবেন না। মাইকিং করে সতর্কতা মূলক প্রচারভিযান করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪৩ সংখ্যা ২৭ মে, ২০২৪ সোমবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

জেল হতে পারে বাংলার রাজনৈতিক নেতার

আদালতের কক্ষ থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে একের পর এক তোপ দেগে চলেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । নিত্যদিনই তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করতে দেখা যায় তমলুকের বিজেপি প্রার্থীকে। এবার যেমন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন তিনি।সম্প্রতি আবার তমলুকে দাঁড়িয়ে অভিজিৎকে 'দেশদ্রোহী' বলেছেন অভিষেক। সেই বিষয়ে প্রাক্তন বিচারপতিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুর্বৃত্ত আমায় দেশদ্রোহী বলছেন, তাতে আমার উত্তর দেওয়ার মতো কিছু নেই। অভিষেক নিজে কী করেন? ওনার কীসের ব্যবসা? কেউ জানে? অত কোটি টাকার বাড়িটা কোথা থেকে আসে? লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কী ব্যবসা? আজ অবধি উত্তর দিতে পেরেছে? কীসের কনসালট্যান্সি করে? চুরির কনসালট্যান্সি? এছাড়া কী করে?'

এরপর কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর মিলে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন অভিজিৎ। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'কালীঘাটের কাকু কী বলেছেন? তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তো মিলে গিয়েছে। এবার দেখুন কী বেরোয়। কার কার নাম আসছে না আসছে। একজন জেলযাত্রী, ক্রিমিনালের কথার আমি উত্তর দেব?' তাহলে কি চব্বিশের লোকসভা ভোটের পরেই জেলে যাবেন তৃণমূল সেনাপতি? প্রশ্ন করা হয় বিজেপি প্রার্থীকে। জবাবে বলেন, 'অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। যে কোনও দিন তাঁর জেলযাত্রা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেটাই আমি বলেছি'।ভোটের আবহে জনপ্রিয় একটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। সেখানে তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যেবাদী একটা একটা মিথ্যেবাদীর বাচ্চা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেছেন আমি তার ওপর নির্ভর করে কোনও উত্তর দেব না। কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? হরিদাস পাল একটা'।

এরপর 'চাকরি বিক্রি' নিয়ে সরব হন অভিজিৎ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে করা মন্তব্যের রেশ টেনে প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'কত রেটে চাকরিগুলো বিক্রি করেছেন? ২০২১ সাল থেকে তাঁরা জানতেন যে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। কেন তিনি আটকাননি? কারণ সেখানে তাঁর ইন্টারেস্ট ছিল। চাকরি বিক্রি থেকে তিনি লাভবান হয়েছেন। নিশ্চয়ই হয়েছেন। তিনি এবং তাঁর ওই ছ্যাঁচড়া ভাইপো! এই জন্যই আমি রেট জানতে চেয়েছি'।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো সুগন্ধিফুল, তাই বাতাসকে পবনদেব হিসেবে পূজা করা হয়। সূর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দূর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয়, ভূত প্রেতের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সূর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সূর্য হচ্ছে এক বিশাল উপকারি দেবতা সূর্যদেব। সুতরাং সূর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সূর্য দেবতা ভীষণ শক্তিশালী, ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরি। এরকম মানসিক ধারণা থেকে সূর্যকে মানুষ নানা ভাবে পুজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সমপ্রদায় আগুনকে সূর্যের প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপূজা করতো তার ব্রহ্মকে অগ্নি দেবতা বলা হয়। এভাবে ভয়ের কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ।এই থেকে শুরু ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মের বিষয়বস্তু।তবে সুধিরঞ্জন হালদারের লেখাতে ধর্মের কথাটা কিছুটা উল্লেখ করে গেছেন।

মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক কর্তৃক ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক তথা হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি এক একটি পৃথক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই হরিচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বৈদিকধর্মের প্রতিবাদী হিসাবে অবৈদিক মতুয়াধর্মেরও সৃষ্টি হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর আমরণ মতুয়াধর্মের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয়, জৈন, বৌদ্ধ, এবং শিখধর্মের লোকেরা যেভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে থাকেন, আর সেই থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৈদিকধর্মই বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত। বৈদিকধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থেই অবশ্য 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। তবু বৈদিকধর্মের সমস্ত লোকেরা বর্তমানে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। 'হিন্দু' একটি পারসিক শব্দ। এর অর্থ কালো, চাকর, দাস, দস্যু, পরাজিত ইত্যাদি, অনেকে সিন্ধু সভ্যতার উপত্যকায় থেকে আসা মানুষগুলোকে হিন্দু বলে ঘোষিত করেছে। বিদেশী গ্রিক ও মুসলমান শাসকেরাই ভারতবর্ষের লোকদের হিন্দু নামে অভিহিত করে। ভারতীয় শাসকদের পরাজিত করে যখন এ দেশ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার প্রায় ৯ মাস পার হওয়ার পর শাস্তি পেতে চলেছে অভিযুক্তরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় এক বছর আগে ব্যাগিংয়ের কারণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল গোটা রাজ্য। নানান চাপানউতোরের পর অবশেষে শাস্তি পেতে চলেছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত ৩৮ জন।এছাড়াও ৫ জন ছাত্রকে ৪টি সেম তথা দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড ও হস্টেল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে। প্রায় ২৫ জন ছাত্রকে ১টি সেম তথা ৬ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হবে এবং হস্টেল থেকে আজীবনের জন্য বহিস্কার করা হবে।অন্যদিকে রুদ্র চট্টোপাধ্যায় নামে পড়ুয়াকেও এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হবে।কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায় ৫ মাস আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলেও পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার প্রায় ৯ মাস পার হওয়ার পর শাস্তি পেতে চলেছে অভিযুক্তরা। এদিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি অবশেষে মেনেই নিলেন র‍্যাগিংয়ের জেরেই ছাত্রমৃত্যু ঘটেছিল। ইতিপূর্বে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু তৎকালীন অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে সরিয়ে দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যায়।

এরপর গত ২২ এপ্রিল অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদের দায়িত্ব নিয়েছেন ভাস্কর গুপ্ত। আর তারপরেই এই শুক্রবার কর্মসমিতির বৈঠকেই সিলমোহর পড়ে এই শাস্তির সিদ্ধান্তে। এই শাস্তির বিষয়ে ভাস্কর গুপ্ত বলেছেন , 'ওই ছাত্রের জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। এখন অন্তত কিছু করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শাস্তির সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। দেশের আইনকানুন তো আমাদের হাতে নেই। আমাদের পক্ষ থেকে যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সবই গ্রহণ করা হয়েছে।'

জানা গিয়েছে এদিনের সিদ্ধান্তে ঠিক করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও তার ভিত্তিতে আন্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের সুপারিশ অনুযায়ী এই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ৪ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তারা হল, সত্যব্রত রায়, মহম্মদ আরিফ, মনোতোষ ঘোষ ও দীপশেখর দত্ত। এবার ৪ পড়ুয়াকে পাকাপাকিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।

এভাবে এই বিপুল পরিমাণ ছাত্রকে সাসপেন্ড এবং বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তে আর কোনও বাধা রইল না। এছাড়া অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই জেলে রয়েছে। এই নিয়ে ভোটের মরশুমেরও শুরু হয়েছে ব্যাপক চর্চা।

৩ পাতার পর

পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা এগিয়ে আসছে

সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, নাটকীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সম্ভাব্য মহাবিপর্যয় ছাড়াই মহাজাগতিক বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে আমাদের এই গ্রহ ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। আজ থেকে ১৭৫ থেকে ৩২৫ কোটি বছর পর এই পৃথিবী চলে যাবে সৌরজগতের বসবাসযোগ্য অঞ্চলের বাইরেওউত্তপ্ত অঞ্চলে। সেখানে অতি উচ্চহারে বাষ্পীভবনের ফলে পৃথিবীর মহাসাগরগুলো শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে পড়বে। তবে গবেষকেরা এখন মূলত অন্য গ্রহে জীবনধারণের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছেন। এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের অবসান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিষয়টি তাঁদের কাছে তুলনামূলক গৌণ। পৃথিবীতে জটিল প্রাণের ক্রমবিকাশের ধরন অনুযায়ী, এই গ্রহ বসবাসের একেবারে অনুপযোগী হয়ে পড়তে দীর্ঘ সময় লাগবে। পৃথিবীতে সরল প্রাণীকোষের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে। সংশ্লিষ্ট শীর্ষ গবেষক যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়ার বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু রাশবি বলেন, এই গ্রহে ৪০ কোটি বছর আগে কীটপতঙ্গ, ৩০ কোটি বছর আগে ডাইনোসর এবং ১৩ কোটি বছর আগে সপুষ্পক উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। তবে এখানে আধুনিক মানুষের বসবাসের ইতিহাস মাত্র দুই লাখ বছরের। এতে স্পষ্ট যে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশের জন্য অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন।রাশবি ও তাঁর সহযোগী গবেষকেরা অন্যান্য গ্রহে প্রাণের ক্রমবিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় রয়েছে কি না, হিসাব করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। পৃথিবী আর কত দিন পর্যন্ত বসবাসযোগ্য থাকবে, সে ব্যাপারে ওই পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। মঙ্গলসহ আটটি গ্রহকে ওই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, সৌরজগতের বসবাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে পৃথিবী থাকবে আরও প্রায় ৭৭৯ কোটি বছর পর্যন্ত। (পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে ৪০০ কোটি বছর বলে ধারণা করা হয়।) ওই অঞ্চলে অপর গ্রহগুলো থাকবে আনুমানিক ১০০ কোটি থেকে পাঁচ হাজার ৪৭২ কোটি বছর পর্যন্ত। তবে মানবজাতির ভিন্ন মতামত,কেনই বা হবে পৃথিবী ধ্বংস হবে।আজকের যুগের মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়।তবে পৃথিবীতে একদিন ধ্বংস হবে একথা চিরন্তন সত্য।কবে ধ্বংস হবে আমরা কেন বৈজ্ঞানিকরা তার সঠিক তথ্য আজও পর্যন্ত দিতে পারিনি।ধ্বংসের কারণ গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বড়সড় গ্রহাণু । পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার কথা। এর আকার একটি বড় পাথরের মতো। বিশেষজ্ঞরা এই গ্রহাণুর নাম দিয়েছেন গ্রহাণু ১৬৩৩৭৩ (২০০২ চত ৩৯)। যদিও এই গ্রহাণু যে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বেই, তা নিশ্চিত করছেন না কেউই। কারণ, সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে যখন পৃথিবীর কাছে আসবে তখন পৃথিবী থেকে ওই গ্রহাণুর দূরত্ব থাকবে ৩.৬ মাইল। তাই সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু যদি গ্রহাণু কোনওভাবে গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহলে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতেও পারে গ্রহাণু ১৬৩৩৭৩। আর তা যদি হয়, তবে মানবজাতি বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে বলে জানিয়ছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা।গবেষকেরা এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৩৩৪টি গ্রহাণু শনাক্ত ও পরীক্ষা করে দেখেছেন। এসব গ্রহাণুর পর্যবেক্ষণ শেষে গবেষকেরা টোরিনো স্কেলে শূন্য মাত্রায় দেখিয়েছেন। এখন পর্যন্ত টোরিনো স্কেলে মাত্র দুটি গ্রহাণুকে ১ স্কেলে রেটিং দিয়েছেন গবেষকেরা। এর মধ্যে একটি ছিল ২০০৭ সালের ১১ নভেম্বর আবিষ্কৃত '২০০৭ ভিকে১৮৪'। দীর্ঘদিন এ গ্রহাণুটি পর্যবেক্ষণ শেষে তাঁরা জানিয়েছেন, ২০৪৮ সালের ৩ জুন এটি পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা হচ্ছে ০.০৫৫ শতাংশ মাত্র। সম্প্রতি আবিষ্কৃত '২০১৩টিভি ১৩৫' গ্রহাণুটিকেও নাসার গবেষকেরা টোরিনো স্কেলে ১ রেটিং দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলছেন, টোরিনো স্কেলে বিপদের মাত্রা ১ হলেও এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এর ঝুঁকির মাত্রা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। টেলিস্কোপের সাহায্যে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হলে টোরিনো স্কেলে ঝুঁকির মাত্রা শূন্যতে নেমে আসবে।গবেষকেরা বলছেন, এ বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর জন্য বিপজ্জনক গ্রহাণুটি কক্ষপথ অতিক্রম করেছে। তবে এটি আবার ২০৩২ সালের ২৬ আগস্ট পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে চলে আসবে। ক্রিমিন অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্যাল অবজারভেটরির খোঁজ পাওয়া এ গ্রহাণুটিকে পৃথিবীর জন্য দ্বিতীয় বিপজ্জনক বস্তু হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। খ্রিষ্টান সায়েন্স মনিটরের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন সূর্যরশ্মি আমাদের গ্রহে খুব দ্রুত এসে উপস্থিত হয় এবং ছড়িয়ে দেয় আলো আর উষ্ণতা। তবে সেটা একটু পাল্টে যায় ঠিক ১১ বছর পরপর। প্রত্যেক ১১ বছর অন্তর সূর্যের জীবনে আসে সোলার ম্যাক্স, তখন সূর্য থেকে নিরগাত হয় সবচাইতে শক্তিশালী এক রশ্মি। আর খুব দ্রুত সেটা এসে আঘাত হানে পৃথিবীতে। সূর্যের উপস্থিতি পৃথিবীর টিকে থাকবার জন্যে প্রচন্ড দরকার। গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি, এমনকি নদ-নদী ও সমুদ্রসহ জলের সমস্ত উৎসের ঠিকঠাক টিকে থাকবার জন্য আমাদের দরকার এই সূর্য। তবে ভয় পাবার কিছু নেই সূর্য হারিয়ে যাচ্ছেনা।কিন্তু সূর্যের এই না হারিয়ে যাওয়া এবং দিনের পর দিন সূর্যের উপস্থিতিই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হতে পারে বলে মনে করছে বৈজ্ঞানিকরা। ভাবছেন অতটুকু একটু সূর্যরশ্মি আঘাত হানতে পারে কী করে? তাহলে বলে রাখি মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল একসময় ছিল উষ্ণ আর ভেজা। যা ছিল প্রাণ ধারণের একেবারে উপযোগী। কিন্তু প্রাণের সেই সম্ভাবনা কেড়ে নিয়েছে শক্তিশালী এক সৌরঝড়। বিজ্ঞানীদের মতে, যদি এমন ভাবে চলতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে প্রাণকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যম এই সূর্যই একদিন হয়ে উঠতে পারে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ। সাগরগুলো নিরীহ ও সুন্দর দেখালেও এর নিচে লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের আরও একটি সম্ভাব্য কারন, বিজ্ঞানীদের কথানুসারে সাগরগুলির একদম গভীরে রয়েছে ক্ল্যাথরেটস নামের একটি স্তর যেখানটায় জমা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস। এমনিতে এই গ্যাস সাগরের তলাতেই চাপা পরে থাকে তবে দিনকে দিন যে হারে গ্রীন হাউজ এফেক্ট কাজ করছে তাতে বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করছে হঠাৎ করেই হয়তো একদিন জলের নীচ থেকে বেরিয়ে বোমার মতন বিস্ফোরিত হবে এই মিথেনের স্তর। আর তখনই প্রচন্ড শক্তিশালী কোনো বোমার আঘাতের মতন তছনছ হয়ে যাবে পৃথিবী।তাছাড়া বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন অদ্ভুত সব আলো, শব্দ এ সৌরজগতে। আমরাই শুধু নই, আমাদের জানা শোনার বাইরে এ সৌরজগতের কোথাও প্রাণের উদ্ভব ঘটতে পারে, নাসা তা প্রমাণ করার খুব কাছে চলে এসেছে। অনেক বৈজ্ঞানিই মনে করেন এই বিশ্বব্রম্ভান্ডে রয়েছে আমাদের মতই কোনও প্রাণী জগৎ যাদের আমরা এলিয়েন বা ভিনগ্রহী প্রাণী বলি। আমরা জানিনা তারা কেমন বা কতটুকু হিংস্র অথবা আমাদের থেকে কত উন্নত। কিন্তু যদি তারা সত্যিই থেকে থাকে বা আমাদের পৃথিবীর উপর আক্রমন করে তাহলে হইত সেদিনই হবে মানব সভ্যতার শেষ দিন। তাই বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করছেন ভিনগ্রহবাসীদের সত্যতা জানতে।অনেকে দাবি করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিনগ্রহবাসীদের দেখা গিয়েছে বলে। আমরা বিশ্বাস করি বা নাই করি ভিনগ্রহবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের পষ্ট ধারণা না থাকলেও, ভিনগ্রহবাসীদের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাকে কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না!

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

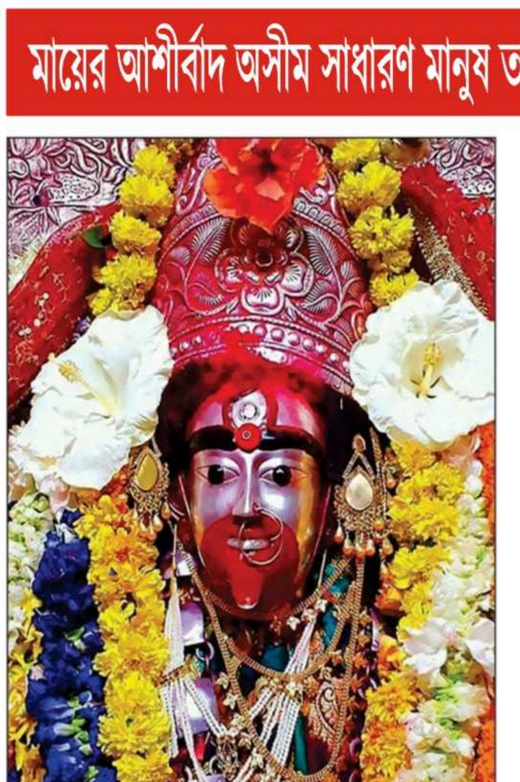

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

শাহরুখ খানের অসুস্থতা নিয়ে যা বললেন জুহি চাওলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো, এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা। আমদাবাদে আইপিএলের ম্যাচ দেখতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শাহরুখ খান। প্রবল গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হিট স্ট্রোক হওয়ায় অভিনেতাকে বুধবার দুপুরবেলায় আমদাবাদের কেডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

গরমে আমেদাবাদের তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এই গরমে সারাদিন মাঠে থাকার কারণেই শাহরুখের শরীর খারাপ হয়ে যায়। তবে এখন ভালো আছেন শাহরুখ খান। শাহরুখের সহ-অভিনেত্রী এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ-মালিক জুহি চাওলা একটি সাক্ষাৎকারে জানান, শাহরুখ এখন অনেকটাই ভালো আছেন।সব ঠিক থাকলে এই রবিবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ আইপিএল-এর ফাইনাল ম্যাচে তাকে মাঠে দেখা যেতে পারে।

জুহি সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'বুধবার রাত থেকেই শাহরুখের শরীর খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি তিনি অনেকটাই ভালো আছেন। সৃষ্টিকর্তা রক্ষা করেছেন, শাহরুখ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে, সম্ভবত রবিবার দলকে সমর্থন জানাতে মাঠেও আসতে পারেন, কারণ সেদিন আমাদের ফাইনাল।'

বুধবার অভিনেতা ডিহাইড্রেশন এবং হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পরে জুহি এবং তার স্বামী জয় মেহতা আহমেদাবাদের কেডি হাসপাতালে শাহরুখকে দেখতে যান। শাহরুখের স্ত্রী গৌরী খানও ছুটে এসেছেন তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। আহমেদাবাদ (গ্রামীণ) সুপারিনটেনডেন্টের মতে, অভিনেতা হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার কেকেআর এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের মধ্যে আইপিএল ম্যাচ দেখতে তিনি আহমেদাবাদে এসেছিলেন। শাহরুখের সঙ্গে ছিলেন তার মেয়ে সুহানা খান, ছোট ছেলে আব্রাম এবং ম্যানেজার পূজা দাদলানি।

১৫ দিন শুটিং করেও সঞ্জয় দত্ত যে কারণে ছবি থেকে সরে দাঁড়ালেন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের শুরুতে বেশ আয়োজন করেই 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবির ঘোষণা দেওয়া হয়। সে সময় জানানো হয়েছিল, আহমেদ খান পরিচালিত এই ছবিতে থাকছেন সঞ্জয় দত্ত ও অক্ষয় কুমার। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, ১৫ দিন শুটিং করার পরও এই ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সঞ্জয় দত্ত। জোর গুঞ্জন, শিডিউল নিয়ে জটিলতা হওয়ার কারণেই এই ছবিতে আর শুটিং করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন সঞ্জয় দত্ত। কিন্তু সূত্রের দাবি, আসল ব্যাপারটি অভিনেতা অক্ষয়কে জানিয়েছিলেন তিনি।

সঞ্জয়ের মনে হয়েছে, এই ছবির পরিকল্পনা কিছুটা অপরিকল্পিত ভাবেই করা হচ্ছে। বারবার চিত্রনাট্যে বদল এবং তার সঙ্গে 'ডেটের' সমস্যায় অভিনেতা খুশি নন। তাই তিনি ছবিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে, সিনেমাটির শুটিংও শুরু হয়ে গেছে। সূত্রের দাবি, এরইমধ্যে সঞ্জয় প্রায় ১৫ দিন শুটিংও করেছেন। এখন সঞ্জয়কে নিয়ে ফাঁপড়ে পড়েছেন নির্মাতারা। কারণ, তাঁদের সামনে এখন দুটি রাস্তা খোলা।

প্রথমত, সঞ্জয় দত্তকে রাজি করিয়ে ছবিটির শুটিং করিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয়ত, সঞ্জয়ের শুটিং করা অংশ ফেলে দিয়ে নতুন কোনো অভিনেতাকে নিয়ে পুনরায় শুটিং করা। আবার এ-ও শোনা যাচ্ছে, সঞ্জয়ের অংশটি ক্যামিও হিসেবেও ছবিতে রাখতে পারেন নির্মাতারা। যদিও সবকিছুই এখন আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন পরেশ রাওয়াল, সুনীল শেঠি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, দিশা পাটানি, রবিনা ট্যান্ডন ও লারা দত্ত। চলতি বছরের বড়দিনে এটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

একে অপরের হাত ধরে ফের পর্দায় কিয়ারা-সিদ্ধার্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'শেরশাহ' মুক্তির পর বলিউডি নায়ক সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলেছিলেন, নায়িকা কিয়ারা আদবানির সঙ্গে রোমান্টিক সিনেমা তিনি মিস করতে চান না। যদিও গত কয়েক বছরে এই দম্পতিকে একসঙ্গে পর্দায় না পেয়ে দর্শকরা তাদের মিস করেছেন। এখন কিয়ারা জানালেন, একে অপরের হাত ধরে ফের পর্দায় আসতে চলেছেন তারা।

এবারের ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের লাল গালিচায় প্রথমবারের মত পা রাখেন কিয়ারা। সেখানে 'উইমেন ইন সিনেমা গালা'তে অংশ নিয়ে নতুন কাজের খবর দেন এই অভিনেত্রী। টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, এই আলোচনার সূত্রপাত হয় কিয়ারা-সিদ্ধার্থ অভিনীত ব্লকবাস্টার সিনেমা 'শেরশাহ'কে ঘিরে। ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার জীবন আর কার্গিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত অ্যাকশনধর্মী ওই সিনেমায় প্রেমের অংশ নেহাত কম থাকলেও, এ চলচ্চিত্রই কিয়ারা-সিদ্ধার্থকে 'রোমান্টিক জুটি' আখ্যা দিয়েছে। তাদের অনুরাগীরা চান এক পূর্ণাঙ্গ প্রেমের সিনেমায় তাদের জুটি হিসেবে দেখতে।

কানে 'শেরশাহ' প্রসঙ্গ উঠলে কিয়ারা বলেন, "আমি জানি, 'শেরশাহ' আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। আমি এবং সিদ্ধার্থ অফুরান ভালোবাসা পেয়েছি। হতাশ করছি না। আমাদের ফের একসঙ্গে শিগগিরই দেখা যাবে। আমরা চাই আবার জুটি হিসেবে সবার ভালোবাসা কুড়াতে। আমরা যেন আমাদের অভিনীত চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে পারি।"

তবে সিনেমা এবং প্রযোজক ও পরিচালকের নাম সামনে আনেননি কিয়ারা। তাদের আগামী কাজ সম্পর্কে জানতে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন সবাইকে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ। এরপর দুজন আলাদাভাবে কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছেন।

বিমানে সাবেক প্রেমিকাকে যে কথা বলেছিলেন মিঠুন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : একসময়ে মন ভেঙেছিল অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর। হঠাৎই ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেমিকা। সম্প্রতি এক রিয়ালিটি শো-তে অতীতের কথা প্রকাশ্যে আনলেন তিনি। বিখ্যাত হওয়ার আগে ছবির দুনিয়ায় জায়গা করে নিতে বেশ লড়াই করতে হয়েছিল অভিনেতাকে। আর সেই সময়েই মন ভেঙেছিল তার। রিয়ালিটি শো-তে প্রেম ভাঙায় এক প্রতিযোগীর মনখারাপ ছিল। অভিনেতা সেই প্রসঙ্গেই বললেন, 'এ রকমই হয়েছিল আমার। প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম রীতিমতো। তার পরে সেটাই হল। মেয়েটি ছেড়ে চলে গেল। তার পরে সময় বদলাল। আমি তারকা হলাম। তার পর আরো বড় তারকা হলাম।'

মিঠুন আরো বললেন, 'একদিন আমি বিমানযাত্রা করছি। সেই মেয়েটিও ছিল ওই বিমানে। কিন্তু ও আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। আমি উঠে ওর দিকে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন'। ও তখন তাকাল। মনে হল, ওর অনুতাপ হচ্ছে। আমি ওকে সহজ করার জন্য বললাম, 'তখন তুমি যা করেছিলে, ঠিক করেছিলে'।' এটা শুনে মেয়েটি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন বলে জানান মিঠুন। মেয়েটি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি। আমার ওটা তখন করা উচিত হয়নি।' উত্তরে মিঠুন বলেছিলেন, 'তুমি এসব না করলে হয়তো এত বড় তারকাও তৈরি হত না।'

ইংল্যান্ডের ইউরো দল ঘোষণা,

তারুণ্যের মিশেলে তারকার ছড়াছড়ি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর কিছুদিন পর চলতি বছরের জুনেই জার্মানিতে ইউরোপের দেশগুলোর ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ইউরো কাপের এবারের আসর শুরু হচ্ছে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই আসরের জন্য ইতোমধ্যেই বেশ কিছু দল তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার দল ঘোষণা করেছে ফুটবলের পরাশক্তি ইংল্যান্ড।

৩৩ সদস্যের প্রাথমিক এই দলে তরুণদের ভিড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড ও চেলসি উইঙ্গার রহিম স্টার্লিংয়ের জায়গা হয়নি। এছাড়া সুযোগ পাননি আয়াক্সে খেলা অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার জর্ডান হেন্ডারসন।

২১ মে বড় চমক রেখে দল ঘোষণা করেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। এই তালিকা থেকে ৭ জনকে বাদ দিয়ে ইউরোর জন্য ২৬ সদস্যের দল চূড়ান্ত করবেন ইংলিশ কোচ। চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ সময় ৭ জুন।

ইউরোর মূলপর্বে মাঠে নামার আগে আগামী ৩ জুন ও ৭ জুন দুটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে তারা। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বসনিয়া হার্জেগোভিনা ও আইসল্যান্ড। ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে থাকলেও দলে জায়গা পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। সুযোগ মিলেছে হ্যারি ম্যাগুয়েরেরও।

এছাড়া প্রত্যাশিতভাবেই দলে আছেন জুড বেলিংহ্যাম, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড। ইউরোর মূলপর্বে তাদের জায়গা নিশ্চিত হলেও চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা করে নিতে লড়তে হবে ইভান টনি ও ওলি ওয়াটকিন্সকে।

ইংল্যান্ডের প্রাথমিক ইউরো স্কোয়াড

গোলরক্ষক: ডিন হেন্ডারসন (ক্রিস্টাল প্যালেস), জর্ডান পিকফোর্ড (এভারটন), অ্যারন রামসডেল (আর্সেনাল), জেমস ট্রাফোর্ড (বার্নলি)।

ডিফেন্ডার: জার্ড ব্রানথওয়েট (এভারটন), লুইস ডানক (ব্রাইটন), জো গোমেজ (লিভারপুল), মার্ক গুয়েহি (ক্রিস্টাল প্যালেস), এজরি কোনসা (অ্যাস্টন ভিলা), হ্যারি ম্যাগুয়ের (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), জারেল কানশা (লিভারপুল), লুক শ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), জন স্টোনস (ম্যানচেস্টার সিটি), কিয়েরন ট্রিপিয়ার (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), কাইল ওয়াকার (ম্যানচেস্টার সিটি)।

মিডফিল্ডার: ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড (লিভারপুল), জুড বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ), কনর গ্যালাঘার (চেলসি), কার্টিস জোনস (লিভারপুল), কোবি মাইনু (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল), অ্যাডাম ওয়ারটন (ক্রিস্টাল প্যালেস)।

ফরোয়ার্ড: জেরড বোয়েন (ওয়েস্ট হাম), এবেরেসি এজি (ক্রিস্টাল প্যালেস), ফিল ফোডেন (ম্যানচেস্টার সিটি), অ্যান্থনি গর্ডন (নিউক্যাসল), জ্যাক গ্রিলিশ (ম্যানচেস্টার সিটি), হ্যারি কেইন (বায়ার্ন মিউনিখ), জেমস ম্যাডিসন (টটেনহাম), কোল পালমার (চেলসি), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল), ইভান টনি (ব্রেন্টফোর্ড), ওলি ওয়াটকিনস (অ্যাস্টন ভিলা)।

প্রায় এক বছর

মাঠের বাইরে থাকবেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরিতে পড়ে গত বছরের অক্টোবর থেকে মাঠের বাইরে আল হিলালের ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। পুরো মৌসুমে নেইমার ক্লাবটির হয়ে খেলেছেন মাত্র ৫ ম্যাচ। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কবে নাগাদ আবার মাঠে ফিরবেন ব্রাজিলের এই পোস্টার বয়য়? তার জবাব দিয়েছেন আল হিলালের কোচ।

আসন্ন কোপা আমেরিকা থেকে ছিটকে গেছেন নেইমার। ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় তারকাকে ছাড়াই কোপার জন্য দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। নেইমার যে ইনজুরিতে পড়েছেন, তা থেকে সেরে উঠতে দীর্ঘদিন সময় লাগবে। ফলে আগামী মৌসুমের সৌদি প্রো লিগের শুরুতেও হয়তো নেইমারকে পাবে না আল হিলাল।

নেইমারকে ছাড়াই এবার লিগ শিরোপা জিতেছে আল হিলাল। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) আল তাই-এর বিপক্ষে মাঠে নামবে আল হিলাল। তার আগে সংবাদ মাধ্যমে আল হিলাল কোচ জর্জ জেসুস কথা বলেছেন নেইমারের ফেরা নিয়ে।

জেসুস বলেন, আমি যত দূর জানি, নেইমারকে সেরে ওঠার জন্য যে সময় দেয়া হয়েছে এবং এ ধরনের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে যে সময় লাগে তা হচ্ছে ১০ থেকে ১১ মাস। আমরা যদি গাণিতিকভাবে হিসাব করি, তাহলে প্রাকুমৌসুমের প্রস্তুতি থেকে পাওয়া যাবে না তাকে। হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার অস্ত্রোপচার করাতে হয় নেইমারের। এরপরই ব্রাজিল দলের চিকিৎসক জানায়, কোপা আমেরিকায় নেইমারের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। আর সেই সম্ভাবনাই সত্য হয়েছে। কোপা আমেরিকার স্কোয়াডে জায়গা হয়নি নেইমারের।

টি-২০ বিশ্বকাপ: পরিপূর্ণ ক্রিকেটারে ভরপুর অজি স্কোয়াড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর কিছুদিন পর আগামী ২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসর। বিশ্ব ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণে ব্যাটে বলে যার আধিপত্য, মাঠের লড়াইটাও তারই পক্ষে- এটাই সত্য। আর এজন্যই অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি দলই নিজেদের সেরা সৈন্যদের নিয়েই সাজিয়েছে স্কোয়াড।

এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই প্রায় প্রতিটি দলই তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া। তবে তারাও শীঘ্রই তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করবে ইতোমধ্যেই তা জানিয়েছে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি দলই বৈশ্বিক এই আসরে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাড়ি জমানোর। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানও করছে স্বাগতিকদের সাথে প্রস্তুতিমূলক সিরিজের জন্য।

এবারের বিশ্বকাপ অন্যান্যবারের তুলনায় ভিন্ন। কারণ এবারের বিশ্বকাপ আয়োজন করা হচ্ছে ভিন্নভাবে। ১০ দলের জায়গায় ২০ দল নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে বৈশ্বিক এই মহাযজ্ঞ। আর তাই বদলেছে সমীকরণও। বিশ্ব ক্রিকেটের এই সংস্করণের সেরা আট দল বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছিল আগেই। এর সঙ্গে অটোমেটিক চয়েজে বিশ্বকাপের টিকিট পায় সেরা র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান করা দুদল এবং আয়োজকরা। বাকি ৮ দলকে বিশ্বকাপের টিকিট পেতে আঞ্চলিক পর্যায়ে লড়াই করতে হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আফ্রিকা, ইউরোপা, এশিয়া থেকে দুটি করে দল সুযোগ পেয়েছে। সেইসঙ্গে আমেরিকা এবং ইস্ট-এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে একটি করে দল বিশ্বকাপে খেলবে।

নতুন আদলের এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে ভাগ করা হবে চার গ্রুপে। যার মধ্যে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে ৫টি করে দল। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে প্রতি গ্রুপের প্রতিটি দল একে অপরের মোকাবিলা করবে। সেখান থেকে প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সুপার এইট। সেখান থেকে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালসহ টুর্নামেন্টে মাঠে গড়াবে মোট ৫৫টি ম্যাচ।

এবারে বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা বেশি হলেও পারফরম্যান্স বিবেচনায় হাতেগোনা কিছু সংখ্যক দলকেই সেমিফাইনাল এবং শিরোপার দৌঁড়ে দেখছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা। যার মধ্যে বিশেষ নজরে রয়েছে সম্প্রতি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা এবং ২০২১ এর টি-২০ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। ইতোমধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের আসন্ন এই আসরের জন্য শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে অজিরা। যেখানে রয়েছেন তরুণ থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ, হার্ড হিটার থেকে অলরাউন্ডার সব ধরনের তারকা খেলোয়াড়রা।

টি-২০ বিশ্বকাপের ৭ম আসরে ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেবার বেশ ভালোভাবেই নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছিল তারা। তবে বৈশ্বিক এই মেগা ইভেন্টের ৮ম আসরে মাঝপথে খেয় হারিয়েছিল তারা।

তবুও ওয়ানডেতে ছয়বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০২১-এর চ্যাম্পিয়নরা যেন ক্রিকেটের প্রতিটি বড় আসরেরই ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নেমে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঘরোয়া লিগ আইপিএল-বিগ ব্যাশের অভিজ্ঞতা, সঙ্গে তারুণ্যের সাথে অভিজ্ঞদের সুবিধা- সবমিলিয়ে দলটির একাদশে যে মানের ক্রিকেটার আছেন তাতে এবারও অস্ট্রেলিয়া কাপ নেয়ার দৌঁড়ে ফেভারিট হিসেবেই থাকছে। শুধু তাই নয়, আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে এবারের আসরে অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জেতার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি কারণের মধ্যে রয়েছে-

১. পরিপূর্ণ ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়ার শক্তিমত্তার জায়গার একটি মূল বিষয় হচ্ছে এই দলটি দীর্ঘদিন একসাথে ক্রিকেট খেলছে এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে খুব বেশি পার্থক্য নেই। একেবারে নিকট অতীতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আর সেই বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতাই এবার কাজে আসতে পারে অজিদের এমনটাই ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

শুধু তাই নয়, এবার অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে রয়েছে পরিপূর্ণ ক্রিকেটাররা। যাদেরকে ক্রিকেটের ভাষায় কমপ্লিট প্যাকেজ বলা চলে। কারণ তারা তাদের ক্রিকেটীয় ধরনে একদিকে যেমন সামর্থ্যবান, অন্যদিকে তেমনই পারফরম্যান্সেও তুখোড়। যেমন- ট্র্যাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার, মার্কাস স্টয়নিস, মিশেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। একদিকে তারা যেমন নিজেদের ব্যাটিংয়ে সামর্থ্যবান, অন্যদিকে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও তুখোড়। যদিও অজিদের স্কোয়াডের প্রায় শতভাগ ক্রিকেটারই ফিল্ডিংয়ে অন্যান্য যেকোনো দলের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি একটিভ।

২. হার্ড হিটিং ব্যাটিং ইউনিট

অস্ট্রেলিয়া বরাবরই মারকুটে ব্যাটিংয়ের দিক থেকে সেরাদের কাতারে থাকে। যা অজিদের ক্রিকেট দুনিয়ায় সাফল্যের অন্যতম কারণও বটে। আর শুধু যে অভিজ্ঞরা এই মারকুটে ব্যাটিংয়ের দায়িত্বভার সামলান অজি শিবিরের এমনটি নয়, তরুণরাও যেন নব উদ্যমে জ্বলে ওঠেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে। অস্ট্রেলিয়ার হার্ড হিটিং ইউনিটের মধ্যে যারা আসন্ন বিশ্বকাপে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস।

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটের ঘরোয়া লিগ আইপিএলে হায়দ্রাবাদের হয়ে রীতিমত তাণ্ডব চালিয়েছেন ট্রাভিস হেড। একাধিক ম্যাচে করেছেন সেঞ্চুরি। ব্যাট চালিয়েছেন ২০০+ স্ট্রাইক রেটে। শুধু ট্রাভিস হেড নয়, গেল ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে আইপিএল সবখানেই গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এর জয়জয়কার চলছেই। ব্যাট হাতে যেমন ঝড় তুলছেন সেই সাথে বল হাতেও নিচ্ছেন উইকেট। এছাড়া মার্কাস স্টয়নিস তো রয়েছেই। আইপিএলে তিনিও রীতিমত ঝড় তুলেছেন একাধিক ম্যাচে। আর এদের পাশাপাশি ডেভিড ওয়ার্নার, মিশেল মার্শ, ম্যাথ্যু ওয়েডদের মত খেলোয়াড়রা তো রয়েছেই।

৩. বিশ্বসেরা বোলিং ইউনিট

টি-টোয়েন্টি সাধারণত চার-ছক্কার খেলা হয়ে থাকলেও বিশ্ব ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বোলারদের নৈপুণ্যও কম না। আর সেই বোলিং ইউনিট যদি হয় বিশ্বসেরাদের কাতারের তাহলে তো কথাই নেই। তেমনই বিশ্বের সেরা বোলিং ইউনিট রয়েছে অস্ট্রেলিয়া দলের। ওয়ানডে ক্রিকেট ও টেস্ট ক্রিকেটে আইসিসি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সাত নম্বরে আছেন জশ হ্যাজলউড। এছাড়া টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বার নম্বরে আছেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। সাথে আছেন টেস্ট ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বর বোলার ও ওয়ানডে দলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার মূল চারজন বোলারই ম্যাচ উইনার। যে কারণে অস্ট্রেলিয়া পাঁচজন বোলার নিয়ে ম্যাচ খেলে না।ম্যাক্সওয়েল, স্টয়নিস অথবা মিচেল মার্শ- পঞ্চম বোলারের কোটা পূরণ করেন উইকেট ও চাহিদা অনুযায়ী। যেহেতু এতে করে একজন বাড়তি ব্যাটসম্যানও পাওয়া যায়। একইসাথে প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক দুজনই সপাটে ব্যাট চালাতে পারেন।

কামিন্স তার আইপিএল টিম সংরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে দুর্দান্ত কিছু ইনিংস খেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই মৌসুমে। এছাড়া এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ দামী খেলোয়াড় হিসেবে কলকাতার হয়ে মাঠে বল হাতে আগুন লাগিয়েছিলেন স্টার্ক। কোয়ালিফায়ারে ম্যাচসেরা হয়ে দলকে তুলেছেন ফাইনালেও। যে কারণে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও বড় চমক দেখাতে পারে অজিরা। ৪. অলরাউন্ডারের ছড়াছড়ি

অস্ট্রেলিয়া দলটা নিঃসন্দেহে শক্তিশালী, যে কোন দলকে টেক্কা দেয়ার মতো বোলিং ও ব্যাটিং লাইন আপ আছে। শুধু তাই না, অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডে বিশ্বের সেরাদের মধ্যে কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন যারা অলরাউন্ড ইউনিটে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। যেমন- গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স, মার্কাস স্টয়নিস, মিশেল মার্শ।

একদিকে তারা যেমন ব্যাটিংয়ে অজিদের অন্যতম ভরসার নাম, অন্যদিকে বল হাতেও সেরাদের কাতারে তারা। যেকোন বিশ্বসেরা ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ জানাতে যেকোন সময় প্রস্তুত থাকে এই অজি বাহিনী। ৫. বিশ্বসেরা ফিল্ডিং

অন্যান্য দল বিশেষত ব্যাটিং-বোলি ইউনিট শক্তিশালী করার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে থাকে। তবে অস্ট্রেলিয়া এক্ষেত্রে সবার থেকে আলাদা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সাধারণত এক একটি রান অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ এই একটি রানই দলের ফলাফল বদলে দিতে পারে।

আর অস্ট্রেলিয়া এই এক একটি রানের দিকে বিশেষ নজর রাখে। প্রতিপক্ষ দলকে আটকে রাখার জন্য অজিদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বসেরা ফিল্ডিং। যেটির জন্য অস্ট্রেলিয়া পুরো বিশ্বে প্রশংসিত হয় প্রায় সময়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অনেক দলই ভিন্ন কিছু চেষ্টা করে, নতুন কোন অলরাউন্ডার, নতুন কোনও পন্থা অথবা একেবারেই 'আউট অফ দ্য বক্স' কিছু - যা প্রতিপক্ষ ভাবেনি। কিন্তু টিম অস্ট্রেলিয়া প্রায় সবার থেকে আলাদা।

আর সব মিলিয়ে কাগজে কলমে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডের বিশ্বকাপ ধরে রাখার সামর্থ্য রয়েছে। এমনকি মূল স্কোয়াডের বাইরেও রিজার্ভ হিসেবে এমন ক্রিকেটার আছেন যারা বিশ্বের যে কোন দলের সাথে চমক দেখাতে পারেন। আর এমন পরিপূর্ণ স্কোয়াডের কারণে ক্রীড়া প্রেমীদের প্রত্যাশা ওয়ানডে বিশ্বকাপের মত এবার অস্ট্রেলিয় টি-টোয়েন্টিতেও চমক দেখাবে এবং শিরোপা জিতবে।

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন অ্যাগার, ম্যাথু ওয়েড, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল স্টার্ক, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড ও প্যাট কামিন্স। রিজার্ভ : জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ম্যাথিউ শর্ট।

থামল লেভারকুজেনের অজেয় যাত্রা,

ইউরোপা চ্যাম্পিয়ন আটালান্টা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে ৫১ ম্যাচ পর থামল বায়ার লেভারকুজেনের অজেয় যাত্রা। হারতে ভুলে যাওয়া লেভারকুজেনকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে নামিয়ে ইউরোপা লিগ জিতল আটালান্টা। আদেমোলা লোকমানের হ্যাটট্রিকে ইতালির ক্লাবটি আলোনসোর ছেলেদের হারাল ৩-০ গোলে। এতে ৬১ বছর পর কোনও ট্রফি জিতল আটালান্টা। ক্লাবের ইতিহাসে এটিই প্রথম ইউরোপিয়ান শিরোপা।

বল দখলে অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে অনেক বেশি আগ্রাসী ছিল আটালান্টা। ম্যাচে ১০টি শট নেয় তারা, যার ৭টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে সমান শট নিয়ে মোটে ৩টি লক্ষ্যে রাখতে পারে লেভারকুজেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে আটালান্টা। ২৬ মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে লেভারকুজেন। ১২ মিনিটে প্রথম গোলটির পর ২৬ মিনিটে নিজের দিতিয় গোলটিও করেন লোকমান। সেই লিড ধরে রেখেই বিরতিতে যায় দলটি।

বিরতি থেকে ফিরে দুই গোলে এগিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে জাভি আলোনসোর শিষ্যদের উপর আবার চড়াও হয় আটলান্টা। ৭৫ মিনিটে দারুণ সুযোগ তৈরি করেন লোকমান। প্রথম দুই গোলের সৌন্দর্য ছাড়িয়ে বাঁ-পায়ে টপকর্নারে দূরপাল্লার শটে তৃতীয় গোল এনে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। শেষ দিকে লেভারকুজেন চেষ্টা করেও পায়নি সান্ত্বনাসূচক গোলটি। শেষ পর্যন্ত ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন ভাঙার হতাশা নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। আর লেভারকুজেনের হতাশার বিপরীতে ইতিহাস গড়ার আনন্দে মেতেছে আতালান্তা।

ট্রেবল জেতার সুযোগ হারালেও এখনো ডাবল জয়ের সুযোগ এখনো আছে লেভারকুসেনের। আগামী রোববার জার্মান কাপের শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে কাইজারস্লাটার্নের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

যে কারণে খেলার মাঠেই

ক্ষমা চাইলেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স । সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে অনায়াসে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে কেকেআর। আমদাবাদের মাঠে সেই জয়ের পর উৎসবে মেতে ওঠেন কেকেআরের অন্যতম মালিক শাহরুখ খান। মাঠ প্রদক্ষিণ করছিলেন তিনি। সেই সময় সম্প্রচারকারী সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েন শাহরুখ। পরে ক্ষমাও চেয়ে নেন।

আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার (২১ মে) মুখোমুখি হয়েছিল কেকেআর এবং হায়দরাবাদ। আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ার ছিল সেটি। সেই ম্যাচে ৮ উইকেটে জেতে কেকেআর। মাঠে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ। কেকেআর জিততেই মাঠে নেমে আসেন তিনি। সেই সময় সম্প্রচারকারী সংস্থার একটি অনুষ্ঠান করছিলেন আকাশ চোপড়া, পার্থিব পটেল এবং সুরেশ রায়না। মাঠ প্রদক্ষিণ করার সময় সেই অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েন শাহরুখ। না বুঝেই ঢুকে পড়েছিলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পারেন বলিউডের বাদশা। তাড়াতাড়ি সেই জায়গা থেকে সরে যান তিনি। শাহরুখ ক্ষমাও চান ওই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের কাছে।

আমদাবাদে কেকেআর সমর্থন পেয়েছে। মাঠে বেশ কিছু সমর্থককে কেকেআরের জার্সি পরে এবং পতাকা নিয়ে দেখা যায়। ম্যাচ শেষে সেই সব সমর্থককে ধন্যবাদ জানান শাহরুখ। মেয়ে সুহানা, ছেলে আব্রাম এবং ম্যানেজার পূজা দাদলানিও উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন নীল জার্সি এবং জিন্স পরে বসেছিলেন শাহরুখ। জয়ের পর যদিও সাদা জামা পরে মাঠে নামেন তিনি।

বার্সা ছাড়ার গুঞ্জন

উড়িয়ে দিলেন লেভানদোভস্কি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী আগস্টে বয়স হবে ৩৬ বছর। বার্সেলোনায় রবার্ট লেভানদোভস্কির ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে তাই নানা গুঞ্জন। ইউরোপিয়ান ফুটবল ছেড়ে তিনি সৌদি আরবের ফুটবলে পাড়ি জমাতে পারেন, এমন উড়ো খবরও এসেছে অনেক সময়। তবে পোলিশ তারকা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, আগামী মৌসুমে বার্সেলোনাতেই থাকতে চান তিনি। কাতালান ক্লাবটির জার্সিতে আরও অনেক কিছু জয়ের স্বপ্ন তার।

বায়ার্ন মিউনিখে আট বছরের সাফল্যমণ্ডিত অধ্যায়ের ইতি টেনে ২০২২ সালের জুলাইয়ে বার্সেলোনায় যোগ দেন লেভানদোভস্কি। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে ৩৩ গোল করেন এই স্ট্রাইকার। এই মৌসুমে অবশ্য অতটা ছন্দে নেই তিনি। এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৮ ম্যাচে তার গোল ২৫টি। শিরোপাহীন মৌসুম কাটছে শাভি এর্নান্দেসের দলের।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোকে বুধবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন উড়িয়ে লেভানদোভস্কি বললেন, পরের মৌসুমে তারা ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারবেন বলেই দৃঢ় বিশ্বাস তার। তিনি জানান, "হ্যাঁ, অবশ্যই (পরের মৌসুমে বার্সেলোনায় থাকবেন কি-না), আমার কাছে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। আমি বার্সেলোনার হয়ে অনেক কিছু জিততে চাই। আমি নিশ্চিত, পরের মৌসুমে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে খেলতে পারব এবং শিরোপাও জিতব।"

তিনি আরও বলেন, "আমি সবসময় সেরাটা চাই, শুধু নিজের জন্যই নয়, আমার সতীর্থদের জন্যও। আমি নিশ্চিত, এই দল পরের মৌসুমে শিরোপা জিততে পারবে, কারণ আমি দেখছি প্রতিদিন আমরা কী করি। এই ক্লাব আমার হৃদয়ে আছে। দল ও ক্লাবকে অনেক কিছু দিতে চাই আমি।"

বয়স যেহেতু ৩৬ ছুঁইছুঁই, তাই প্রশ্ন উঠছে আর কতদিন শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে খেলতে পারবেন লেভানদোভস্কি। তিনি জানিয়ে দিলেন তার ভাবনা। তিনি জানান, "এই মুহূর্তে আমি খুব ভালো অনুভব করছি, তিন বা চার বছর আগের থেকে নিজেকে আলাদা কিছু অনুভব করি না, অনুশীলনেও একইরকম। আমার জন্য শারীরিকভাবে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও অন্তত দুই বছর আমি শীর্ষ পর্যায়ে খেলতে পারব। যদি কোনোদিন বুঝতে পারি আমি ভালো বোধ করছি না, আমিই প্রথমে বলব (বিদায়ের কথা)।"

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR